সংবাদ
তারিখ ... ২৬।৪।৪৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...
057

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

দেশে এম, ফিল ও পি এইচ ডি গবেষণা প্রসঙ্গে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে বিদেশে গবেষণার জন্য গমন নিরুৎসাহিত করা ও দেশের অভ্যন্তরে এম. ফিল ও পিএইচ ডি গবেষণা কাজকে উৎসাহিত করিবার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমি কিছু আলোকপাত করিতে চাই। আলোচনার সর্বাগ্রে আমি একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক পেশকৃত প্রস্তাব দেরীতে হইলেও তাঁহাদের এই ব্যাপারে সচেতন হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানাইতেছি। তাহারা এতদিনে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, একজন বাংলাদেশী শিক্ষার্থীকে বিদেশে গবেষণা করিবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় অথচ সেই সব গবেষণায় দেশের কতটুকু লাভ হয় তাহা বিবেচ্য বিষয়।

ধারকরা প্রযুক্তি বা অন্যান্য উন্নত দেশের মান ও সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা করিয়া বসিয়া থাকিলে কোনদিনই আমাদের দেশের উন্নতি করা সম্ভব হইবে না। তাই এই ব্যাপারে সিনেটের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি।

এই সিদ্ধান্তকে যেমন স্বাগত জানাই তেমনি একজন পি এইচ ডি গবেষক হিসাবে আমরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হইতেছি সে সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করিতে চাই। আমাদের দেশে বিশেষ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি এইচ ডি বৃত্তি বলিয়া কোন বৃত্তি নাই। সরাসরি পিএইচডি করিতে হইলে কমপক্ষে তিন বছরের শিক্ষকতা বা গবেষণার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। অন্যদিকে সদ্য পাশ করিবার পর পি এইচ, ডি কোর্সে ভর্তি হওয়ার আগে এম ফিল কোর্সে ভর্তি হইতে হয়। এম,ফিল কোর্স মোট দুই বছরের। তবে ১ম পর্বে তাত্ত্বিক ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সাপেক্ষে এবং গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সুপারিশ সাপেক্ষে ২য় পর্ব হইতে পিএইচ ডি কোর্সে স্থানান্তর করা হয় (যদিও বেশীর ভাগ বিভাগেই ৬০ এর বেশী নম্বর না পাইলে সুপারিশ করা হয় না); কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বৃত্তির পরিমাণ বাড়ে না। কারণ, এম,ফিল বৃত্তি ৭৫০ টাকা, কিন্তু অনার্স ও মাষ্টার্স ডিগ্রীর ১ম শ্রেণীর সংখ্যার উপর বৃত্তির পরিমাণ নির্ভর করে। প্রতি ১ম শ্রেণীর জন্য ৭৫০ টাকার ওপর ৫০ টাকা হারে বেশী দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, ফিল বৃত্তি মেধা ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয় এবং ১ম শ্রেণী প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া খুব কম ছাত্র-ছাত্রীই এই বৃত্তি পায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ভাল ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক ভাবে এত কম বৃত্তি গ্রহণ করিয়াই ভর্তি হয়; কিন্তু সুযোগ মত ভাল চাকুরী পাইলে গবেষণা ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কারণ, অন্যান্য চাকুরীতে কমপক্ষে দ্বিগুণ টাকা পাওয়া যায়। ইহাতে দেখা যায়, প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট অংকের অর্থ গচ্চা যায়। যদি ছাত্র-ছাত্রীদের বর্ধিত হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই অর্থ অপচয় না ঘটিয়া গবেষণা কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হইত।

এত অল্প বৃত্তির সমস্যা ছাড়াও গবেষণা কর্মীদের আবাসিক সমস্যা একটা বিরাট এবং প্রধান সমস্যা। গবেষণার স্বার্থে সব সময় গবেষণাগার ও বিভাগের কাছাকাছি থাকা প্রয়োজন। অথচ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বৃত্তিধারী গবেষকরা সংশ্লিষ্ট হলে সিট পায়না। বিদেশে এমনকি দেশের অভ্যন্তরে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষকদের আলাদা আবাসিক হল আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই রকম হল না থাকিলেও আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস আছে। বিদেশী ছাত্রদের রুম দেওয়ার পর সেখানে গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ও চেয়ারম্যানের সুপারিশ সাপেক্ষ অন্যায়াসে সিট দেওয়া যাইতে পারে। অথচ সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের রুম বরাদ্দ দেওয়া আছে।

একজন এম, ফিল ও পিএইচ ডি গবেষকের এই স্বল্পবৃত্তি ছাড়া আনুষঙ্গিক কোন ভাতা দেওয়া হয় না। যদিও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিভাগ হইতে বহন করার কথা। প্রকৃতপক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। কারণ, যে অর্থ বিভাগীয় খরচের জন্য বরাদ্দ করা হয় তাহা দিয়া পুরাপুরিভাবে নাকি নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের কোর্স পরিচালনাও হইয়া উঠে না। তাই গবেষকদের বৃত্তির টাকা দিয়াই গবেষণা সামগ্রিকী জোগার ও অন্যান্য খরচ বহন করিতে হয়। তার পরেও যদি এই বৃত্তির টাকা দিয়া বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে কিভাবে একজন

(৭-এর পাতায় দেখুন)

চিঠিপত্র

(৪-এর পাতার পর)

চাত্র-ছাত্রীর পক্ষে গবেষণা করা সম্ভব?

তাই আমি সদাশয় সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতেছি যে, বর্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া এম ফিল ও পি এইচ ডি বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাহাদের বৃত্তির হার বর্ধিত করিয়া ন্যূনপক্ষে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের বা সরকারী কলেজের প্রভাষকের সমপর্যায়ে করা হউক এবং সুষ্ঠু গবেষণার স্বার্থে একটা স্বতন্ত্র আবাসিক হল নির্মাণ করা হউক।

গবেষণার স্বার্থে এবং সর্বোপরি দেশের স্বার্থে এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যারা বিদেশে গিয়া উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আসেন, তাহাদের বেশীর ভাগই সেই সব দেশের সমস্যা ও গবেষণা প্রকল্প নিয়া কাজ করেন। সেখানে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান। ডিগ্রী নিয়া দেশে প্রত্যাবর্তনের পর দেখা যায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁহারা সেই সব বিত্তশালী দেশের পরিবেশ খোঁজেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই না পাইয়া কাজের প্রতি নিরুৎসাহিত হইয়া পড়েন। অন্য দিকে আমরা আমাদের দেশের সীমিত সুবিধার বাস্তবতা মানিয়া নিয়া দেশের সমস্যাগত প্রকল্পে কাজ করিতেছি। তাই দেশের স্বার্থেই আমি আমাদের এই সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির সত্বর সমাধান করিবার জন্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট সবিনয় অনুরোধ করিতেছি।

—মোঃ ইমদাদুল হক
উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।